57

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... JAN 14 1999 ...
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭......

আমরা লজ্জা পাচ্ছি

আমরা চল্লিশ ও পঞ্চাশ দশকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলাম বলে গৌরববোধ করতাম। চল্লিশের দশকে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে পৃথিবী বিখ্যাত বিজ্ঞানী, অর্থনীতিবিদ এবং ঐতিহাসিক শিক্ষকতায় নিয়োজিত ছিলেন।

আমরা যারা ছাত্র ছিলাম তারা এই শিক্ষকদের কাছ থেকে যে ব্যবহার পেয়েছি সেটা ছিল একটা আদর্শ। যেকোন সময় যেকোন শিক্ষকের বাড়ি গেলে সে ডঃ শহিদুল্লা বা শ্রদ্ধেয় সত্যেন বোস কিংবা মোহিত লাল মজুমদার যিনিই হোন আমাদের সঙ্গে তাদের ব্যবহার ছিল নিজের ছেলের মতোই। মোহিত লাল মজুমদারের বাড়িতে আমাদের কাব্যচর্চা প্রফেসর কবীর চৌধুরীর নিশ্চয়ই স্মরণ আছে। আমরাও চল্লিশের দশকে রাজনৈতিক লড়াই, মহাযুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষের ভেতর দিয়েই মানুষ হয়েছি। এই সমস্ত কারণে শিক্ষক প্রশাসক যারা ছিলেন যেমন- প্রভোস্ট, উপাচার্য এঁদের সঙ্গে দেনদরবার সারাক্ষণই লেগে থাকত। বিশ্ববিদ্যালয়ে ঐ সময় ছাত্র ইউনিয়ন এবং ডাকসু গড়ে উঠেছিল। কিন্তু আমরা কল্পনাই করতে পারতাম না যে কোন অছাত্র কোনভাবে ডাকসুতে অংশগ্রহণ করবে।

আজকে কাগজে কাগজে শিক্ষক সম্বন্ধে যে অভিযোগ সেটা সেই সময় অভাবনীয় ছিল। ছাত্রছাত্রীর, ছাত্রী-শিক্ষকের প্রেমের কাহিনী তখনও পল্লবিত হতো। এমনকি ছাত্রী-শিক্ষক বিয়েও হয়েছে।

আজকে এই বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে কথা বলতে নিজেদের লজ্জাবোধ করছে। ছাত্রীর সঙ্গে অশ্লীল ব্যবহার একজন নন একের অধিক শিক্ষক করেছেন এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। পাশাপাশি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ও এর ব্যতিক্রম নয়।

ডাকসুর কত বছর নির্বাচন হয়নি হিসেব রাখিনি। কিন্তু যখন শুনি নিয়ম হয়েছে অছাত্র ডাকসুতে অংশগ্রহণ করতে পারে তখন আশ্চর্য না হয়ে পারি না। যখন দেখি এবং শুনি নেত্রী ঠাট্টা করে বলছেন, তার ছাত্র নেতার ছেলের জন্মদিনে দাওয়াত দিচ্ছে— তখন ব্যাপারটি হাস্যকরই নয়, ভাবনার বিষয়ও বটে।

আজকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার দিন-তারিখ অনিশ্চিত। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কারণে হল ছেড়ে দিতে বাধ্য হলে (ওগুলো তখন হাসপাতাল হয়েছিল) তখনও ছাত্ররা সবাই মিলে আবেদন জানিয়েছিল পরীক্ষা পিছিয়ে দিতে। কিছু কিছু সিনেট সদস্য এবং ডিন রাজিও ছিলেন। কিন্তু বিজ্ঞানের ডিন শ্রদ্ধেয় সত্যেন বোস বলেছিলেন পরীক্ষা পেছানো যাবে না। তবে পরীক্ষা নেয়ার সময় প্রতিটি বিষয়ের কতটুকু পড়াশোনা হয়েছে তার উপর ভিত্তি করে প্রশ্নপত্র তৈরি হবে। পরীক্ষা পিছায়নি।

আজকে বিশ্ববিদ্যালয়ের এই অবস্থা কেন? শিক্ষা ব্যবস্থায় যে কেলেংকারি ও দুর্নীতি প্রকাশ পাচ্ছে তার কারণ খুঁজে দেখা দরকার। এই ব্যাপারে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক সব রকমের কারণকেই দায়ী করা যায়। আমরা কি আশা করতে পারি যে, দেশে সুস্থ মস্তিষ্কের যারা আছেন, যারা জবাবদিহিতা ও পরিচ্ছন্ন রাজনীতির গান গেয়ে যাচ্ছেন সবাই মিলে এই সমস্যাগুলো নিয়ে একটু ভাববেন ও দূর করার চেষ্টা করবেন।